

যুগান্তর

মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের একটুখানি আশা

আশায় বসে থাকলে প্রমোশনবিহীন অবস্থায় শিক্ষকতা থেকে প্রস্থান করতে হবে। এরশাদ সরকারের আমলে ড. মজিদ খান আবেদনের ওপর Yes লিখে স্বাক্ষর করলে শিক্ষকতার চাকরি হয়ে যেত এবং উপজেলা পরিষদে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরিও টাকার বিনিময়ে পাওয়া যেত। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে আবেদনে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের Yes লেখা নিয়ে খালেদ ভাই বদলি বাণিজ্যের অফিস খুলেছিলেন। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত দু'বছর বদলির সব দায়িত্ব যেন মন্ত্রণালয়ের। এ দৃশ্য দেখে পুরনো স্মৃতি আবার ভেসে উঠল মনে। ঘুষ-দুর্নীতি যে কবে চালু হয়েছে, সঠিক জানা নেই। তবে এটুকু জানি এর ব্যাপকতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেক বড় দুর্নীতি বা ঘুষের চিত্র সাধারণ মানুষের জানা নেই। অনেক ক্ষেত্রে লাখ লাখ কোটি টাকার ঘুষ দেয়া-নেয়া হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক অংকের টাকা ঘুষ পুরো এলাকার মানুষকে নাড়া দেয়। একজন প্রাথমিক শিক্ষকের অস্বাভাবিক অংকের টাকা জোগাড় করতে জমি বা সম্পদ বিক্রি বা বন্ধক রাখতে হয়। একজন ব্যবসায়ী বা ঠিকাদারের ঘুষের পরিমাণ যত বেশি হোক না কেন, এ ব্যাপারে কোনো শব্দ হয় না। বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের অস্বাভাবিক বদলি

খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা হোক। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান অভিভাবক হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী বিনা মূল্যে বই বিতরণ, ২০১৫ সালের সমাপনী পরীক্ষার সফলতার অংশীদার হিসেবে যেমন সমাদৃত, তেমন সমাপনীতে পাঠ্যবই-বহির্ভূত প্রশ্ন, প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর মর্যাদা, বেতনবৈষম্য দূর করায় সময়ক্ষেপণ, ঢাকাসহ শহরগুলোর সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির অধিকার কেড়ে নেয়ার দায় থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন না। দেশের প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ দল-মত নির্বিশেষে সবাই শিক্ষক তথা শিক্ষার অধিকার আন্দোলনে এগিয়ে আসবেন। শিক্ষকদের সংগ্রাম স্বাধীনতাযোদ্ধাদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য নয়। সংগ্রাম হবে শিক্ষা ও শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের জন্য। তাতে উপকৃত হবে দেশ, শিক্ষক, শিক্ষা তথা সরকার। প্রাথমিক শিক্ষকরা পাক প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা তাহলে তারা মুক্তি পাবেন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থেকে। মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সব শিক্ষক সংগঠন তাদের বৈরিতা ভুলে এগিয়ে আসবে, এটাই প্রত্যাশা।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : আস্থায়ক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার সুরক্ষা ফোরাম
siddiqsir54@gmail.com